

# সেইফ মোড ব্যবহার করে পিসির সমস্যা সমাধান

তাসনুভা মাহমুদ

কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টুল বা উইন্ডোজের বিস্ট-ইন টুল নিয়ে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী তার কার্যকর বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পান। এর ধারাবাহিকতায় এবার উপস্থাপন করা হয়েছে উইন্ডোজের সেইফ মোড সম্পর্কে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা উইন্ডোজের ডিফল্ট স্টার্টআপকে এড়িয়ে পিসি স্টার্ট করতে পারবেন এবং সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।

যদিও উইন্ডোজ তিন দশকের বেশি সময় ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে, তারপরও কলা যায় এটি এখনো সম্পূর্ণ নিখুঁত হয়ে উঠতে পারেনি। তাই কলা যায়, আজ যে পিসিটি স্বাভাবিকভাবে স্টার্টআপ হয়েছে, কাল তা নাও হতে পারে। অবশ্য এর জন্য ভিন্ন কারণ থাকতে পারে, যেমন-নতুন ইনস্টল করা প্রোগ্রাম খারাপ আচরণ করতে পারে। এর ফলে উইন্ডোজ পিসি যদি ঠিকভাবে স্টার্ট হতে না পারে তাহলে মিস্ট্রিং তথা সমস্যা সমাধান করা কঠিন হতে পারে। এমন সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে উইন্ডোজের সেইফ মোড।

সেইফ মোড হলো উইন্ডোজ চালু করার বিশেষ উপায়। সেইফ মোডে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলো ছাড়া বাকি সব প্রোগ্রামকে স্টার্ট হতে বাধা দেয়। উইন্ডোজ সেইফ মোড এমন এক টুল, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা পিসির যে ধরনের সমস্যা হোক না কেনো, তার সমাধানের উপায় বের করতে পারবেন। সেইফ মোড নিয়ে কাজ শুরু করার আগে আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে সেইফ মোড কী?

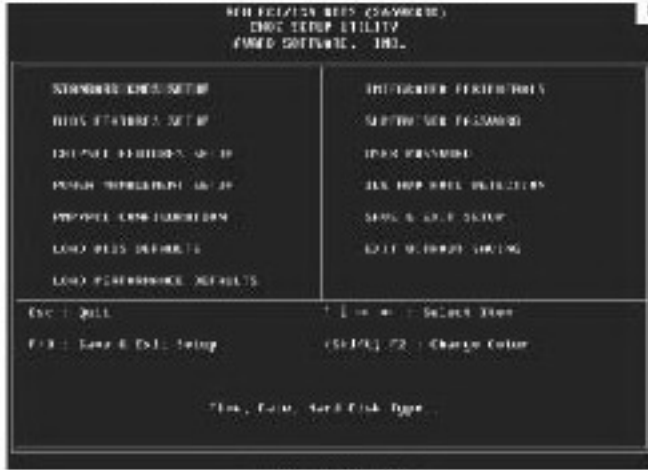
## সেইফ মোড

সেইফ মোড হলো উইন্ডোজের জন্য এক ট্রাবলশুটিং অপশন, যা আপনার কমপিউটারকে চালু করে এক সীমিত অবস্থায়। এ অবস্থায় উইন্ডোজ রান করতে শুধু বেসিক ফাইল এবং ড্রাইভারগুলো চালু হয়। আপনি উইন্ডোজের কোন মোড ব্যবহার করছেন, তা শনাক্ত বা চিহ্নিত করার জন্য ডিসপ্লে প্রত্যেক প্রান্তে 'Safe Mode' লেখাটি দেখা যায়। সেইফ মোডে পিসি স্টার্ট করার পর যদি বিদ্যমান কোনো এক সমস্যা আবার দেখা না দেয়, তাহলে আপনি সচায়া কারণ হিসেবে বাদ দিতে পারেন ডিফল্ট সেটিং এবং বেসিক ডিভাইস ড্রাইভারগুলো।

যদি সমস্যার কারণ বুঝতে না পারেন, তাহলে সমস্যার কারণ খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন ইলিমিনেশন প্রসেস।

কোন কোন প্রোগ্রাম সমস্যার জন্য দায়ী, তা দেখার জন্য স্টার্টআপ প্রোগ্রামসহ সাধারণত বহুল ব্যবহৃত প্রোগ্রামগুলো একটার পর একটা নিয়ে চেষ্টা করে দেখুন।

যদি কোনো প্রম্পট না করে আপনার কমপিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেইফ মোডে স্টার্ট হয়, তাহলে ধরে নিতে পারেন কমপিউটারের কোনো সমস্যা উইন্ডোজকে স্বাভাবিকভাবে স্টার্ট হতে বাধা দিচ্ছে। যদি আপনি সম্প্রতি পিসিতে নতুন কোনো প্রোগ্রাম বা ডিভাইস ইনস্টল করে থাকেন, তাহলে ধরে নিতে পারেন সমস্যা সে কারণেই হয়েছে। এজন্য সিস্টেম রিস্টোর টুল ব্যবহার করে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।



বারোস মেনু অপশন

## সেইফ মোডে অ্যাক্সেস করা

সেইফ মোডে অ্যাক্সেস করার বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে। তবে সবচেয়ে সহজ উপায় হলো উইন্ডোজ রিস্টার্ট করে (কমপিউটার চালু করণ) এবং সাথে সাথে অর্থাৎ ক্লিকে প্রথম মেসেজ অববির্তিত হওয়ার সাথে সাথে F8 ফাংশন কি চাপতে হবে। এর ফলে একটি টেক্সট মেসেজ অববির্তিত হবে। সেইফ মোডে সম্পূর্ণ হওয়া সব অপশন ও ফাংশন নাম নির্ভর করে উইন্ডোজ ভার্সনের ওপর। এ মেনুটিতে সম্পূর্ণ থাকতে পারে Safe Mode with Networking এবং Safe Mode with Command Prompt অপশন।

সবচেয়েই মেনুকে নেভিগেট করা যায় আপ এবং ডাউন অ্যারো কি ব্যবহার করে এবং এন্টার কি চেপে কোনো অপশন সিলেক্ট করে সার্শিট কাজ করা যায়। প্রথম অপশন বেছে নি। এর ফলে উইন্ডোজকে চালু করবে একটু ভিন্নভাবে। উইন্ডোজ চালু হওয়ার সময় যদি ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস পেতে চান, তাহলে Safe Mode with Networking

অপশনটি বেছে নেয়া উচিত। এই অপশনটি কোনো সমস্যার কারণ নিয়ে গবেষণার জন্য।

Safe Mode with Command Prompt অপশনটি হলো সর্বশেষ অবলম্বন। এ অপশনটি পিসিকে নিয়ন্ত্রণ করে মৌলিক টেক্সট কমান্ড ব্যবহার করে, যা উইন্ডোজের গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস চালু হওয়ার আগে চালু হয়।

উইন্ডোজ থেকে সেইফ মোড চালু করা

যদি উইন্ডোজ স্বাভাবিকভাবে চালু হয়, তাহলে সেইফ মোডে যাওয়ার জন্য আরেকটি পথ ব্যবহার করা যায়, যা পিসির সুইচ অন করার পর F8 ফাংশন কি চাপার প্রয়োজনীয়তাকে দূর করে। এই কৌশলটি কার্যকর করা যায় মাইক্রোসফটের সিস্টেম কর্নফিগারেশন ইউটিলিটি ব্যবহার করে। এই টুল চালু করার জন্য Start→Run-এ ক্লিক করে ওপেন বক্সে msconfig টাইপ করে এন্টার চাপুন। এবার উইন্ডোজ এক্সপির ক্ষেত্রে System Configuration Utility-এর BOOT.INI ট্যাব সিলেক্ট করার জন্য ক্লিক করুন এবং এরপর /SAFEBOOT সেলেক্ট করা বক্সে টিক দিন। এবার হয় MINIMAL বা NETWORK অপশন

সিলেক্ট করুন এবং OK-তে ক্লিক করে Restart-এ ক্লিক করুন। এরপর থেকে উইন্ডোজ সবচেয়ে সেইফ মোডে চালু হবে। সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে সিস্টেম কর্নফিগারেশন ইউটিলিটি আবার চালু করে /SAFEBOOT অপশন অসংক্রান্ত করুন।

উইন্ডোজ ৭ ও ভিন্নতার ক্ষেত্রে BOOT ট্যাব সিলেক্ট করে Safe boot বক্সে টিক দিন। এবার হয় Minimal বা Network সিলেক্ট করুন এবং OK-তে ক্লিক করে Restart-এ ক্লিক করুন। এক্সপিতে যেহেতু এই ধাপগুলো রিভার্স তথা বিপরীতভাবে করে রিস্টার্ট করলে সেইফ মোড লোডিংকে প্রতিহত করা যায়।

## যখন সেইফ মোড স্টার্ট হয়

উইন্ডোজকে সেইফ মোডে চালু করলে শুধু সেই সফটওয়্যারগুলোকে অনুমোদন করে বা লোড করে যেগুলো অপারেটিং সিস্টেমের কার্যকরিতার জন্য প্রয়োজনীয় ফাংশনগুলো লোড করে। এর ফলে বেশিরভাগ ড্রাইভার এবং সব স্বাভাবিক প্রোগ্রাম ডিজাভল হয়ে যায়। এ কারণেই সেইফ মোড একটি বিশ্বস্ত উপায়, যার মাধ্যমে পীড়িত বা দুর্বল পিসিতে অ্যাক্সেস করা যায়।

সেইফ মোড লোড হতে প্রচুর সময় নেয় এবং উইন্ডোজ ডেস্কটপ যখন অববির্তিত হয়, তখন তা ভিন্নভাবে অববির্তিত হয়। ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড অপসারিত হয়। এসব ক্লিনে কম রেজুলেশন ব্যবহার হয় এবং ক্লিনের প্রত্যেক প্রান্তে 'Safe Mode' লেখাটি দৃশ্যমান থাকে।

## সেইফ মোড ব্যবহার করে

সেইফ মোড ব্যবহার করে আমরা আনইনস্টল করি নতুন ড্রাইভার, যেগুলো সমস্যাসারক হিসেবে প্রমাণিত হয়। কোনো ড্রাইভারের আগে ভার্সনে

(লেকচার ১২ পৃষ্ঠা)

## সেইফ মোড ব্যবহার করে পিসির সমস্যা সমাধান

(৮৬ পৃষ্ঠার পর)

ফিরে যেতে চাইলে উইন্ডোজ এক্সপিতে চালু করতে হবে Device Manager টুল। এজন্য Start-এ ক্লিক করে My Computer-এ ডান ক্লিক করুন এবং Properties সিলেক্ট করুন। এরপর Hardware ট্যাবে গিয়ে Device Manager বাটনে ক্লিক করুন।

আর উইন্ডোজ ৭ বা তিন্ডায় Start-এ ক্লিক করে Computer-এ ডান ক্লিক করুন এবং ফিরে আসা ডিভাইসের Device Manager লিঙ্ক ক্লিক করার আগে Properties সিলেক্ট করুন।

বিভিন্ন ক্যাটাগরির হার্ডওয়্যার জুড়ে নেভিগেট করুন এবং Properties সিলেক্ট করার আগে বিশেষ ধরনের হার্ডওয়্যার এন্ট্রিতে ডান ক্লিক করুন। এবার Drive ট্যাবে গিয়ে Roll Back Driver বাটনে ক্লিক করুন। অনইনস্টলেশন প্রসেস জুড়ে কাজ করুন। এর ফলে আগের ড্রাইভার রিস্টোর হবে।

যদি এতে সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে কাজ চলিতে নেয়ার আগে বোঁজ করে দেখুন এখানে বিকল্প একটি বা আরো অধিকতর সাম্প্রতিক ড্রাইভার আছে কি না। হার্ডওয়্যার ড্রাইভারগুলোকে আনইনস্টল করার জন্য আপনি ব্যবহার করতে পারেন Uninstall বাটন। ফলে উইন্ডোজ পরবর্তী স্টার্টআপের সময় আবার সেগুলো শনাক্ত করতে চেষ্টা করবে। যদিও

আপনাকে অনলাইনে সার্চ করতে হবে সর্বশেষ সেট।

সেইফ মোড অ্যাক্টিভাইরাস ও অ্যাক্টিভস্পাইওয়্যার সফটওয়্যার রান করতে পারে, যেগুলো উইন্ডোজ স্বাভাবিক মোডের সময় সংক্রমণদূর করতে বাধ্য হয়।

কিছু ম্যালিশিয়াস ধরনের সফটওয়্যার সিকিউরিটি সফটওয়্যারকে ব্লক করে দিতে পারে। মাঝেমধ্যে সেইফ মোডে রপান্তর করার মাধ্যমে ম্যালিশিয়াসের হুমকিগুলোকে সাধারণত সহজে দূর করা যায়। তাই 'Safe Mode with Networking' অপশনে এন্টার করার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। কেননা, এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে যুক্ত সম্ভব হওয়ায় সর্বশেষ ভার্সনের ভাইরাস ও স্পাইওয়্যার শনাক্তকরণ ফাইল ডাউনলোড হয়।

### ট্রাবলশুটিং টুল

উইন্ডোজের বিভিন্ন ধরনের ট্রাবলশুটিং টুল এবং রিকোভারি টুলে অ্যাক্সেস করার জন্য সেইফ মোড ব্যবহার করা যায়। যদি আপনি পিসির আগের ভালো অবস্থায় ফিরে যেতে চান, তাহলে চালু করতে পারেন সিস্টেম রিস্টোর টুল। এজন্য উইন্ডোজের সব ভার্সনের ক্ষেত্রে Start→All Programs→Accessories→System Tools-এ ক্লিক করে সর্বশেষে System Restore-এ ক্লিক করতে হবে।

সম্প্রতি ব্যবহার হওয়া উইন্ডোজের ভার্সনের ওপর ভিত্তি করে সিস্টেম রিস্টোরের ভারতম্য হয়ে থাকবে। তবে প্রসেসে ক্যালেন্ডার বা লিস্ট থেকে রিস্টোর পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হয়। এর

ফলে উইন্ডোজ ক্যালেন্ডার বা লিস্ট থেকে রিস্টোর পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হয়। এর ফলে উইন্ডোজ চেষ্টা করে এই দিনে পিসি কেমন ছিল তা রিস্টোর করতে। একইভাবে যেসব প্রোগ্রাম উইন্ডোজ থেকে স্বাভাবিকভাবে আনইনস্টল করা যায় না, সেগুলোকে সেইফ মোডে অপসারণ করা যায়। এজন্য এক্সপিতে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে Add or Remove Programs সিলেক্ট করে Remove বাটনে ক্লিক করতে হবে।

আর উইন্ডোজ ৭ এবং তিন্ডায় Control Panel Programs হেডিংয়ের অন্তর্গত 'Uninstall a program' লিঙ্ক ক্লিক করতে হবে। এরপর লিস্ট থেকে একটি প্রোগ্রাম সিলেক্ট করে Uninstall বাটনে ক্লিক করতে হবে।

### কমপিউটার ফিক্স করার আগে জেনে নিন

সেইফ মোড এক প্রয়োজনীয় টুল। আশা করি, কাউকে বেশ এই টুল ব্যবহার করতে না হয়। যদি কেউ সেইফ মোডে পরিবর্তন করেন, তাহলে পরে নেয়া যায় তিনি কোনো সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন। এজন্য ব্যবহারকারীকে কিছু গুরুত্বমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। যদি সর্বকিছু ঠিক থাকে তাহলে জন্মের জন্য সেইফ মোডে ঘুরে আসুন। এর ফলে ফর্দন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হবেন, তখন বিচলিত না হয়ে সেইফ মোডে নেভিগেট করে সমস্যা সমাধানের উপায় বের করে নিতে পারবেন। তবে না বুঝে বা নিশ্চিত না হয়ে কখনোই কোনো কাজ করা ঠিক নয়। ■

ফিডব্যাক : mahmood\_svo@yahoo.com